EJBM-Special Issue : Islamic Management and Business
ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online)
Vol 3, No.1 (Special Issue), 2015

Islamic Management: Some Special Features
ইসলামী ব্যবস্থাপনা : কতিপয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য

Dr. Mohammad Shafiul Alam Bhuiyan
Associate Professor
International Islamic University Chittagong (Dhaka Campus)
Mobile: 01711739526
Email: sabiiucdc@gmail.com

Abstract
Management is a planned concept. The key to success of a farm/organization is good management. Every thing created by the Almighty Allah is part and parcel of His nice plan. Every creature, both animate and inanimate, that belongs to the galaxy system is not out of His reign. Among all creatures only the human beings have rights to do works independently. But the Almighty has bestowed them the model of good management through His prophets and the knowledge of revelation so that they can attain welfare and peace in this world and the world after death. If men abide by that model, their attitudes and behaviors are to be framed according to His sole authority and management. Only then, the accountability and justice in human activities may be ensured which is helpful to build a world of discipline and soliderity.

মূল শব্দসমূহ (Keywords):
ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পিত সাংগঠনিক কাঠামো, সুশাসন, জবাবদিহীতামূলক সৎ নেতৃত্ব, ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি।

১. ভূমিকা (Introduction)

ইসলাম মহান আলণ্ঢাহর মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা (The only complete code of life)।[১] মানব জীবনের এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই যার জন্যে ইসলাম সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা পেশ করেনি।[২] পৃথিবী নামক এ গ্রহে মানুষ এমনি আসেনি। একটি বিশেষ পরিকল্পনার আওতায় মহান আলণ্ঢাহ এখানে মানুষ পাঠিয়েছেন। এখানকার জড় জগতের যে পরিবেশ, তা দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় নয়। একটি সমন্বিত আইন (Uniform order)-এর আওতায় সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা মেনেই সবকিছু চলছে। এমনি এক ব্যবস্থাপনার রজ্জুতে বাঁধা আছে মহাকাশের বিশাল আকৃতির অগণিত গ্রহ-নক্ষত্রও। মহাশূন্যের মহা সমুদ্রে এগুলো ভাসছে নিজ নিজ কক্ষপথে। কিন্তু একের পথে আরেকটি অন্ড়রায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। একটার সাথে আরেকটার সংঘর্ষও হচ্ছে না। মহান আলণ্ঢাহ ইরশাদ করেন:

"সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষেও সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা। এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথ ও অক্ষপথে চলছে সাঁতার কেটে কেটে"।[৩]

তাই জড়জগত সুশৃংখল ব্যবস্থাপনার এক জীবন্ড় উদাহরণ হয়ে আছে জ্ঞান বুদ্ধি আর বিবেকের অধিকারী মানুষের কাছে। জড়জগতের এ একই বিধান শাসন করছে প্রাণীর দেহজগতকে। তাই ছোট বড় প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য-ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্নায়ুতন্ত্রী এবং সংখ্যাহীন জীবকোষ একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমন্বিত ব্যবস্থাপনার গ্রন্থিতে থেকে কাজ করে বলেই প্রাণীর দেহ সত্তা বাঁচার সংগ্রামে নিয়োজিত থাকতে পারে। এখানেও একটির সাথে অপরটির, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোষের সাথে বড় ছোট অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরিবর্তে সংযোগ ও সহযোগিতারই এক অনন্য ব্যবস্থাপনার জীবন্ড় উদাহরণ দেখা যায়।

জড়জগত মহান আলণ্ঢাহর নিরংকুশ কর্তৃত্ব এবং শক্তির যে অনাবিল উদাহরণ নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে আছে, মানুষের আচরণগত জীবনেও মহান আলণ্ঢাহ একই ধরনের ব্যবস্থাপনা ও শান্ড়ির পরিবেশ কায়েম করতে চান। তাই মানুষের সামগ্রিক জীবনের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে বিধান দেয়া হয়েছে। যাতে মানুষের জীবনের সকল ক্রিয়া-কর্মে, আচার-আচরণে একমাত্র আলণ্ঢাহরই নিরংকুশ কর্তৃত্ব বা ব্যবস্থাপনা চলে। এমনিভাবে সমস্ড় সুসংগঠিত কার্যাবলীর জন্যই ব্যবস্থাপনা একটি প্রয়োজনীয় উপাদান।

ব্যবস্থাপনা এমন একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যা প্রতিটি সংগঠন/প্রতিষ্ঠানেই পরিব্যাপ্ত। কোন দেশের প্রধান ব্যক্তি থেকে শুর" করে একজন সাধারণ মানুষের জীবন ও কর্মপ্রবাহে পর্যন্ড় ব্যবস্থাপনা অতীব গুর"ত্বপূর্ণ। মানবাধিকার, ন্যায় ও ইনসাফ নিশ্চিতকরণ এবং পার্থিব ও পারলৌকিক সফলতা লাভে ইসলামী ব্যবস্থাপনা তথা মহান আলণ্ঢাহ প্রদত্ত বিধিমালা অনুসরণের কোন বিকল্প নেই।

২. ব্যবস্থাপনার অর্থ (Meaning of Management)

ব্যবস্থাপনার ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Management। শব্দটি ল্যাটিন Maneggiare শব্দ থেকে উদ্ভূত।[৪] ব্যবস্থাপনা হলো কোন বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যাবলীকে পরিচালনা করা।[৫] ইংরেজী Management শব্দের বর্ণমালা লম্বভাবে (Vertical) ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিম্নোক্ত ইতিবাচক শব্দ গঠন করে ব্যবস্থাপনার কাঙ্ক্ষিত ভাবধারা সুন্দরভাবে পরিস্ফূট করা যায়-

M- Ministrate সেবা করা-সাহায্য করা, Motivation প্রেষণা, Morality নৈতিকতা, Merit মেধা, Manage নিয়ন্ত্রণ করা। ব্যবস্থাপনা পরিচালনার মৌল উপাদানই হলো নৈতিক শক্তি, দক্ষতা ও মেধা দিয়ে নেতিবাচক পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং সার্বিকক্ষেত্রে ইতিবাচক সেবা প্রদান করা।

A- Ability যোগ্যতা, Acquire অর্জন করা, Abide by পালন করা-মেনে চলা, Attention মনোযোগ, Adhere to লেগে থাকা। ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের ক্ষমতা, কর্তৃত্ব থাকে বিধায় তাদের আইন-বিধি সময়মত সঠিকভাবে প্রয়োগ ও বাস্ড়বায়ন করার মত যেমন যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, তেমনি নিজ নিজ কাজে মনোযোগীও হতে হবে।

N- Neutral নিরপেক্ষ, Nursing লালন পালন, Nourish পরিচর্যা, Novelty নতুনত্ব। নিরপেক্ষভাবে দায়িত্বপালন এবং পরিচর্যার মাধ্যমে সকলের সেবা এবং সকলের জন্য প্রতিযোগিতার সমান সুযোগ সৃষ্টি করাই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য।

A- Approach নিকটবর্তী হওয়া, Assert অধিকার দাবী করা, Accountability জবাবদিহিতা, Appraisal মূল্যায়ন। একজন ব্যবস্থাপক সংশিণ্টষ্ট সকলকে কাছে টেনে জবাবদিহিতার ভিত্তিতে তাদের থেকে কাজ আদায় করার পাশাপাশি প্রত্যেকের কাজের যথাযথ মূল্যায়নও করে থাকেন।

G- Good governance সুশাসন বা ভাল ব্যবস্থাপনা, Gear up গতিবেগ বাড়ানো। সুশাসনই পারে ব্যবস্থাপক এবং তার অধীনস্থের মাঝে সুসম্পর্ক তৈরি করতে। আর ব্যবস্থাপনা ভাল হলে ব্যক্তি ও তার কাজের গতিবেগ বাড়বেই।

E- Ethics নীতি, Eagerness আগ্রহ। ব্যবস্থাপকের নৈতিকতার সাথে তার কাজের উৎসাহ-উদ্দীপনার নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। ব্যবস্থাপক নীতিবান হলে তার কর্মীবাহিনী সাগ্রহে কাজ করবেই। আর তার কর্মকান্ড অনৈতিক হলে তিনি কর্মীবাহিনীর আগ্রহ ধরে রাখতে পারবেন না।

M- Maintenance রক্ষণাবেক্ষণ, Modify বদলে দেয়া। ব্যবস্থাপনা ভাল হলে সম্পদের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ হবে এবং তা কাজের পরিবেশকে বদলে দেবে। তাছাড়া কর্মদক্ষতার যথাযথ মূল্যায়নের ফলে কাজের ফলাফলও পাল্টে যাবে।

E- Excellence উত্তমভাবে করা, উৎকর্ষ সাধনে অদম্য, Energetic উদ্যমী। ভাল ব্যবস্থাপকের কাজের মান হবে চমৎকার এবং লক্ষ্য অর্জনে সে হবে উদ্যমী ও অদম্য। ফলে তার অধীনস্থরাও সর্বোচ্চ মানের সেবা দানে ব্রত হবে।

N- Normalise নিয়মানুগ করা, Negotiate আলাপ-আলোচনা, Neat সুবিন্যস্ড়, Nice চমৎকার, Neutrality নিরপেক্ষতা বজায় রাখা। একজন ভাল ব্যবস্থাপক নিয়মানুগ পন্থায় চমৎকারভাবে আপন জনশক্তিকে খাটায়। আর নিরপেক্ষভাবে সুবিন্যস্ড় প্রক্রিয়ায় আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সকলের মেধা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগায়।

T- Tact কৌশল, Truthfulness সত্যবাদিতা, Trust বিশ্বাস, Trustworthiness বিশ্বাসযোগ্যতা, Tolorance

সহিষ্ণুতা, Transparent স্বচ্ছ। সত্যবাদিতা, বিশ্বাসযোগ্যতা, সহিষ্ণুতা এবং লাগসই বুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োগ করার ক্ষমতা ব্যবস্থাপনার সুনাম বাড়িয়ে দেয়। পক্ষান্ড়রে স্বচ্ছতা, সহিষ্ণুতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব হলে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের জন্ম নেয়।

৩. ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা (Definition of Management)

বিভিন্ন লেখক ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। ব্যবস্থাপনার কয়েকটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

৩.১. লুইস এ.এলেন (১৯৫৮) বলেন, ব্যবস্থাপক যা করেন তা-ই ব্যবস্থাপনা। (Management is what a manager does.)[৬]।

৩.২. এল এপলী এর মতে, ব্যবস্থাপনা হলো অন্য লোকদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে কাজ করিয়ে নেয়া। (Management is essentially an act of getting things done through the afforts of other people.)[৭]।

৩.৩. আধুনিক পাশ্চাত্য ব্যবস্থাপনার জনক হিসেবে পরিচিত হেনরী ফ্যায়ল[৮] (Henry Fayol ১৮৪১-১৯২৫) এর মতে, ব্যবস্থাপনা হলো পূর্বানুমান, পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ করা। (To manage is to forecast and plan, to organise, to command, to coordinate and control.)[৯]।

৩.৪. জর্জ আর টেরীর মতে, 'ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এমন একটি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া যা মানুষ ও অন্যান্য সম্পদসমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করে, ঐ উদ্দেশ্য বাস্ড়বায়নের জন্য পরিকল্পনা, সংগঠন, প্রবৃত্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যাদি সম্পাদন করে'। (Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling, performed to determine and accomplish the objectives by the use of people and resources.)[১০]।

৩.৫. ড. এম. এ. মান্নান ও ড. মো. আতাউর রহমানের মতে, পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মানবীয় ও অমানবীয় সম্পদের ব্যবহার করে পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণের দ্বারা কার্য সম্পাদনের অবিরাম প্রক্রিয়াকে ব্যবস্থাপনা বলা হয়।[১১]

মূলত: ব্যবস্থাপনা একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। এর পূর্ব নির্ধারিত অনেকগুলো উদ্দেশ্য থাকে। আর এ উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মানবীয় এবং বস্তুগত সম্পদসমূহের দ্বারা পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কার্য সম্পাদন করা হয়।

৪. ইসলামী ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা (Definition of Islamic Mangement)

ব্যবস্থাপনার সাথে ইসলামী শারী'আতের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আলকোরআনুল কারীমে ব্যবস্থাপনা বুঝায় এমন শব্দের উলেণ্ডখ রয়েছে। যেমন- মহান আলণ্ডাহ বলেন:

"অবশ্য তোমরা পরস্পরে যেসব ব্যবসার লেন-দেন (হাতে হাতে) নগদে সম্পাদন করে থাকো (তা যদি না লিখো তাতে কোন দোষ নেই)"।[১২]

এ আয়াতাংশে ব্যবহৃত আরবী 'তুদীরূনাহা' শব্দটি 'ইদারা' শব্দমূল থেকে এসেছে। যার অর্থ হলো ব্যবস্থাপনা/সম্পাদনা। অন্যত্র মহান আলণ্ডাহ বলেন:

" দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে আমিই তো জীবন যাপনের উপকরণ বিলি-বন্টন করেছি এবং তাদের মধ্যে কতক লোককে অপর কতক লোকের উপর বেশি মর্যাদা দিয়েছি। যাতে তারা একে অপরের সেবা গ্রহণ করতে পারে (একে অপরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারে)"।[১৩]

এ আয়াতাংশে 'জীবন যাপনের উপকরণ বিলি-বন্টন' এবং 'একে অপরের সেবা গ্রহণ' ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশিণ্ডষ্ট বিষয়। ইসলামী ব্যবস্থাপনার কতিপয় সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

৪.১. ড. মো. গোলাম মহিউদ্দিনের মতে, ইসলামী ব্যবস্থাপনা বলতে পরিকল্পনা, সংগঠন, নেতৃত্ব এবং সংগঠনের কর্মীবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ও এর সকল সম্পদ ব্যবহারের এমন একটি প্রক্রিয়াকে বুঝায় যার ভিত্তি হচ্ছে আলণ্ডাহ তা'আলা প্রদত্ত বিধান

এবং মহানাবী সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম প্রদর্শিত নির্দেশনা, সেই সাথে জবাবদিহিতার মনোভাব, বিশ্বস্ড়তা এবং দক্ষতা ব্যবহারের মাধ্যমে পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলী অর্জন করা। (Islamic management is the process of planning, organizing, leading and controlling the effects of organizational members and of using all other organizational resources depending upon the guidance of Allah (*SWT*) and His Prophet (*SAW*) with an accountable mentality, integrity and skill to achieve the predetermined objective.)[১৪]।

৪.২. ড. মো. আতাউর রহমানের মতে, ইসলামী ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যা ইসলামী শারী'আহ প্রদর্শিত নিয়মাবলী এবং মূলনীতির ভিত্তিতে অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়া হয়। (Islamic management is a process of getting things done by others by applying only the rules and principles prescribed by the Islamic Shariah)[১৫]।

৪.৩. ড. সাইয়েদ মুহাম্মদ আতাহার এর মতে, Islamic management is defined as management that follows the rules and regulations of Islam to achieve the halal objectives of organization through group efforts and co-operations of the organisational members.[১৬]। অর্থাৎ ইসলামী ব্যবস্থাপনা হলো ঐ ব্যবস্থাপনা যা ইসলামের নীতিমালার আলোকে কোন সংস্থা/সংগঠনের কর্মীদের যৌথ উদ্যোগ ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে উহার হালাল উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের চেষ্টা করে।

৫. ইসলামী ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Islamic Management)

ইসলামী ব্যবস্থাপনা আপন বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। ইসলামী জীবন বিধানের যত বৈশিষ্ট্য তা সবই এর ব্যবস্থাপনায়ও সমানভাবে প্রযোজ্য। ইসলামী ব্যবস্থাপনায় ইসলামের সুমহান লক্ষ্যসমূহ অর্জনের প্রতি বিশেষ গুর"ত্ব প্রদান করা হয়। ইসলামী ব্যবস্থাপনার প্রধান প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

৫.১. কোরআন এবং সুন্নাহ ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (*Qur'an* and *sunnah* based Management)। এই ব্যবস্থাপনার সাথে সংশিণ্ঢষ্ট সকল কর্মকান্ড আলকোরআন ও আস্সুন্নাহর নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশিণ্ঢষ্ট সকল পক্ষের মাঝে যাবতীয় লেন-দেন ও পারস্পরিক দায়িত্ব ও অধিকার কোরআন ও সুন্নাহর নীতিমালা থেকে আহরিত হয়। ইসলামের দেয়া নিয়মাবলী ও বিধিবিধান অনুসরণ করেই এই ব্যবস্থাপনার সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হবে। কেননা আলকোরআনে মহান আলণ্ঢাহর পরিষ্কার ঘোষণা হলো-

"আর নি:সন্দেহে এটাই আমার সরল মযবুত পথ। এ পথেই চলো। অন্যসব পথে চলবে না। তাহলে তা তোমাদেরকে আলণ্ঢাহর পথ থেকে সরিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। এসবই ঐ ওসীয়াত যা তিনি তোমাদেরকে করেছেন। আশা করা যায় যে, তোমরা (বাঁকা পথ থেকে) বেঁচে চলবে"।[১৭]

রাসূলুলণ্ঢাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম ইরশাদ করেছেন: আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, যা আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো- আলণ্ঢাহর কিতাব ও তাঁর নাবীর সুন্নাহ।[১৮]

উপরোক্ত আয়াত এবং হাদীস থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আলকোরআন ও আস্সুন্নাহর পথই সঠিক পথ, সফলতার পথ। আর এর বাইরে অন্য যত পথ তা সবই বেঠিক পথ, ব্যর্থতার পথ। ইসলামী ব্যবস্থাপনায় তাই সকল ক্ষেত্রে এই দু'টো মৌলিক নীতিমালাকে অনুসরণ করা হয়।

৫.২. সততা (Honesty)। এই ব্যবস্থাপনায় ব্যবস্থাপক এবং তার অধীনস্থ সকলের যাবতীয় কর্মকান্ড সততার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এই ব্যবস্থায় কেউ (যালিম) অত্যাচারী এবং কেউ (মাযলূম) অত্যাচারিত হয় না। অন্যের প্রতি অত্যাচার করা এবং নিজে অত্যাচারিত হওয়া কোনটিই ইসলাম অনুমোদন করে না। তাই কোন ধরনের বিবাদ-বিসংবাদ হওয়া মাত্রই ইসলাম তা মিটিয়ে ফেলতে বলে। মহান আলণ্ঢাহ বলেন:

"যদি মু'মিনদের দু'দল একে অপরের সাথে লড়াই করে তাহলে তাদের মধ্যে আপস করিয়ে দাও। এরপর যদি একদল অপরদলের সাথে বাড়াবাড়ি করে তাহলে যে দল বাড়াবাড়ি করে তাদের বির"দ্ধে তোমরা লড়াই করো, যতক্ষণ না সে দলটি আলণ্ঢাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। অত:পর যদি (সে দলটি) ফিরে আসে তাহলে উভয় দলের মধ্যে ইনসাফের সাথে

মিটমাট করে দাও, আর সুবিচার করো। যারা সুবিচার করে আলণ্ঢাহ তাদেরকে ভালোবাসেন" ।[১৯]

এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, শুধু দায়িত্বশীল ও তার অধীনস্থের মাঝেই নয়, বরং বাইরের কারো মাঝেও কোন প্রকার সমস্যা হলে তা সততার সাথে নিষ্পত্তির দায়িত্ব মু'মিনদের উপর বর্তায়। যা সরাসরি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ড় বিষয় বৈকি। এক হাদীসে বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

আবূ সা'ঈদ আলখুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুলণ্ঢাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম ইরশাদ করেছেন: কারো ক্ষতি করা যাবে না এবং ক্ষতির প্রতিশোধও নেয়া চলবে না। যে ব্যক্তি কারো ক্ষতি করলো আলণ্ঢাহ তার ক্ষতি করবেন। যে ব্যক্তি কারো উপর কাঠিণ্যতা আরোপ করলো আলণ্ঢাহও তার উপর কাঠিণ্যতা আরোপ করবেন। (হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সাহীহ, তবে তিনি এবং ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেননি) ।[২০]

আলকোরআনে বেচাকেনার ক্ষেত্রে মেপে দেয়া-নেয়ার সময় সততা অবলম্বনের বিষয়টিকে চমৎকারভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। বলা হয়েছে:

"যারা মাপে কম দেয়, তাদের জন্য ধ্বংস। তারা যখন মানুষের কাছ থেকে নেয়, তখন পুরোপুরি নেয়, আর যখন মেপে বা ওজন করে দেয়, তখন কমিয়ে দেয়" ।[২১]

অর্থনৈতিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে এই সততা রক্ষার নির্দেশনার পাশাপাশি মহান আলণ্ঢাহ এ নিশ্চয়তাও প্রদান করেছেন যে, এক্ষেত্রে তিনি পূর্ণমাত্রায় বিনিময় প্রদান করবেন। ইরশাদ হয়েছে:

"আলণ্ঢাহর পথে তোমরা যা কিছু খরচ করবে এর পুরাপুরি বদলা তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তোমাদের সাথে মোটেও যুলম করা হবে না" ।[২২]

"আর দান খয়রাতে তোমরা যে মাল খরচ করো তা তোমাদের নিজেদের জন্যেই ভালো। তোমরা তো শুধু আলণ্ঢাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্যই খরচ করে থাকো। কাজেই তোমরা যা কিছু দান-খয়রাতে খরচ করবে এর পুরোপুরি বদলা তোমাদেরকে দেয়া হবে এবং তোমাদের হক মোটেও নষ্ট করা হবে না" ।[২৩]

৫.৩. হালাল উদ্দেশ্যাবলী (Halal objectives)। এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কোনরূপ অনৈতিক ও হারাম উদ্দেশ্য বাস্ড়বায়নের লক্ষ্য থাকবে না। যা বৈধ ও কল্যাণকর ইসলামী ব্যবস্থাপনা কেবল তাই অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে। এক হাদীসে রাসূলুল- াহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম বিষয়টিকে অত্যন্ড় চমৎকারভাবে চিত্রায়িত করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন-

আন্নু'মান ইবনু বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুলণ্ঢাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়া সালণ্ঢামকে বলতে শুনেছি: নিশ্চয়ই হালাম এবং হারাম বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট। তবে এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে কতক সন্দেহযুক্ত বিষয় যা অনেক মানুষেরই জানা নেই। তবে যে ব্যক্তি এসব সন্দেহযুক্ত বিষয় এড়িয়ে চললো সে তার দীন এবং সম্ভ্রমকে রক্ষা করলো। আর যে ব্যক্তি এগুলোর মধ্যে আপতিত হলো সে হারামের মধ্যেই পড়ে গেল। এর উদাহরণ হলো ঐ রাখালের মতো যে সংরক্ষিত এলাকার পাশেই পশু চড়ায়। আশংকা হয় যে, সে তাতে পড়ে যাবে। খবরদার, প্রত্যেক রাজা-বাদশারই একটি সংরক্ষিত এলাকা থাকে। খবরদার, (মহা রাজাধিরাজ) আলণ্ঢাহর সংরক্ষিত এলাকা হলো তাঁর নিষিদ্ধ কর্মগুলো। খবরদার, (মানব) দেহে একটি মাংশপিন্ড রয়েছে। সেটি যদি সঠিক (স্বাভাবিক) থাকে তাহলে গোটা দেহই সঠিক থাকে। আর সেটি যদি বেঠিক (রোগাক্রান্ড়) হয় তাহলে গোটা দেহই রোগাক্রান্ড় হয়ে পড়ে। আর সেটি হলো 'কালব' ।[২৪]

এই ব্যবস্থাপনা মানুষের শান্ড়ি, অগ্রগতি ও কল্যাণ নিশ্চিত করে। অন্যকথায় ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত কর্মপ্রণালীই হলো এই ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৫.৪. সকল হালাল কার্যপ্রণালী এবং তথ্যপ্রযুক্তিগত কৌশল ব্যবহার (Use of all halal procedures, information technologies and techniques)। এই ব্যবস্থাপনায় সংস্থা/সংগঠনের উদ্দেশ্য বাস্ড়বায়নে কোনরূপ অসাধুতার আশ্রয় নেয়া হবে না। তবে সকল সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। বিশেষত: তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার যেহেতু মানুষের জীবনের গতিকে বেগবান করে, তাই এগুলোর সঠিক ব্যবহারে ইসলামের কোন আপত্তি নেই। ইসলাম মানুষের জন্য যে কোন কল্যাণকর জিনিসের সঠিক ব্যবহার অনুমোদন করে। আলকোরআন বলছে:

"নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে ঐসব বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা

উঠতে, বসতে ও শুইতে সর্বাবস্থায় আলণ্ঢাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের গঠন-প্রকৃতি সম্পর্কে চিন্ড়া-ভাবনা করে। (তারা দিল থেকে বলে উঠে) 'হে আমাদের রব! এসব কিছু আপনি অনর্থক এবং বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি। বেহুদা কাজ করা থেকে আপনি পবিত্র। তাই আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচান"।[২৫]

৫.৫. গ্রুপ প্রচেষ্টা ও গ্রুপ সহযোগিতার উপর জোরদান (Emphasis on group efforts and group Cooperation)। ব্যবস্থাপনা একটি দলভুক্ত লোকের পারস্পরিক অথবা একাধিক দলভুক্ত লোকের পারস্পরিক কার্যাবলীর সাথে বিশেষভাবে জড়িত। কারণ কোন লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য বিভিন্ন দল পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতা করে এবং ব্যবস্থাপনা এসব কাজকে এমনভাবে সংগঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রণ করে যে, সমস্ড় কাজ পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়। মহান আলণ্ঢাহ বলেন:

"তোমরা নেককাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে একে অপরের সাথে সহযোগিতা করো। গুনাহের কাজ ও বাড়াবাড়ির কাজে একে অপরকে সাহায্য করবে না। আলণ্ঢাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আলণ্ঢাহর শাস্ড়ি বড়ই কঠোর"।[২৬]

সমাজের সদস্য হিসেবে নারী-পুরুষ আর ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সকলেরই কোন না কোন দায়িত্ব রয়েছে। আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। এক্ষেত্রে মনিব আর কৃতদাসেও কোন পার্থক্য নেই। যার দায়িত্ব যত বেশি তার মর্যাদাও তত বেশি। আবার যার মর্যাদা যত বেশি তার জবাবদিহীতার পরিধিও তত বেশি। এ হলো ইহকালীন দায়িত্ব ও পরকালীন জবাবদিহীতা। তবে পরকালীন জবাবদিহীতা ছাড়াও প্রতিটি মানুষই যেমন তার অধীনস্ড়ের উপর দায়িত্বশীল, তেমনি সে তার উর্ধ্বতনের কাছে দায়বদ্ধ। এই দায়িত্বশীলতা এবং দায়বদ্ধতার মধ্য দিয়েই মানুষেরা একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত। নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করল কি করল না তা সে কিয়ামাতের দিন স্বচক্ষে দেখতে পাবে। মহাগ্রন্থ আলকোরআনেও একথারই প্রতিধ্বনি মিলে। ইরশাদ হয়েছে:

"প্রতিটি মানুষের ভালো ও মন্দ আমি তার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছি। আর কিয়ামাতের দিন আমি তার জন্য একটা লেখা বের করবো, যা সে খোলা কিতাব হিসেবে পাবে। (তাকে বলা হবে) তোমার আমলনামা পড়ো। আজ তোমার হিসাব নেবার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট"।[২৭]

এই ব্যবস্থাপনায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা পরস্পরের মাঝে আন্ড়রিক সম্পর্ক ও দলবদ্ধ প্রণোদনার সাথে কর্ম সম্পাদন করে।

৫.৬. মানুষকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচনা (Recognising human as the most important and valuable resource)। ইসলামী ব্যবস্থাপনায় মানব সম্পদই হলো সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। মানুষ হলো আশরাফুল মাখলূকাত তথা সৃষ্টির সেরা। মহান আলণ্ঢাহ বলেন:

"আমি আদম সন্ড়ানকে সম্মান দান করেছি, আমি তাদেরকে জলে ও স্থলে যানবাহন দিয়েছি, পবিত্র জিনিস থেকে তাদের জন্য রিযিক দিয়েছি এবং আমার বহু সৃষ্টির উপর তাদেরকে অনেক উচ্চ মর্যাদা দান করেছি"।[২৮]

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুলণ্ঢাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম ইরশাদ করেছেন: মানুষদেরকে তুমি পাবে খনির মত। (অন্য বর্ণনায় এসেছে- স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনির মত। অর্থাৎ এগুলোর ন্যায় মহামূল্যবান ধাতু। এদের দিয়ে তুমি নানাবিধ উত্তম লক্ষ্য হাসিল করতে পারবে)। জাহিলী যুগে এদের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় ছিল, ইসলামে এসেও তারাই হবে নেতৃস্থানীয় যদি তারা বুঝে। এক্ষেত্রে তুমি মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল হিসেবে পাবে তাকে যে অপছন্দনীয় কাজ পরিহারে অধিকতর সোচ্চার। আর সবচেয়ে মন্দ হিসেবে পাবে ঐ দ্বিমুখী নীতি অবলম্বনকারী ব্যক্তিকে যে একজনের সাথে একভাবে এবং অন্যজনের সাথে আরেকভাবে আচরণ করে।[২৯]

খনিজসম্পদকে যেমন ভাল ও মন্দ উভয় কাজে লাগানো যায়, মানবাত্মাও তেমনি। ভাল ও মন্দ উভয় কাজেই সে হয় পারঙ্গম। তাই ইসলামী বিধানের পরশে যখন কোন মানুষ নিজেকে রঙ্গীন করে তখন সে সৃষ্টির সেরা সম্পদে পরিণত হয়। ইসলামী ব্যবস্থাপনা মানুষের এই সুপ্ত গুণাবলীর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে চায়।

৫.৭. অংশগ্রহণমূলক ও পরামর্শভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ (Making plan in participative and consultative process)। সঠিক পরিকল্পনাই পারে কাজের সঠিক ফলাফল নিশ্চিত করতে। তাই ইসলামী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণের সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। পরিকল্পনাকে নির্ভুল ও বাস্ড়বসম্মত করার লক্ষ্যেই ইসলাম সকলের অংশগ্রহণমূলক ও পরামর্শভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বলে। ইসলাম পরিচালকদেরকে তাদের অধীনস্থদের সাথে পরামর্শ

করে সিদ্ধান্ড় নিতে বলেছে। আলণ্ঢাহর রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম ওহী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও তিনিও এই নির্দেশনা থেকে মুক্ত ছিলেন না। যেমন ইরশাদ হয়েছে:

"(হে রাসূল!) আপনি (সিদ্ধান্ড়গ্রহণের ক্ষেত্রে) বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর"ন। তারপর যখন আপনি কোন মতের উপর মযবুত সিদ্ধান্ড়ে পৌঁছেন তখন আলণ্ঢাহর উপর ভরসা কর"ন। আলণ্ঢাহ ঐসব লোককে ভালোবাসেন, যারা তাঁরই উপর ভরসা করে কাজ করে"।[৩০]

যারা পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করে তাদের গুণকীর্তন করে মহান আলণ্ঢাহ বলেন:

"আর যারা তাদের রাবের হুকুম মেনে চলে ও সালাত কায়েম করে এবং তাদের সব বিষয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ড় নেয়। আর আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে"।[৩১]

৫.৮. দক্ষতার সাথে সংগঠিতকরন (Efficient means of organizing)। জনশক্তিকে সঠিকভাবে সংগঠিত করতে পারলে সকলের মাঝে কর্মস্পৃহা বহাল থাকে এবং তারা নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে পারেন। ইসলামী ব্যবস্থাপনা তাই কর্মীবাহিনীকে সুসংগঠিত রাখার উপর সর্বাধিক গুর"ত্ব প্রদান করে। মহান আলণ্ঢাহ বলেন:

"তোমরা সবাই মিলে আলণ্ঢাহর রশিকে মজবুতভাবে ধরে থাকো এবং দলাদলী করো না। তোমরা আলণ্ঢাহর ঐ নি'আমাতের কথা মনে রেখো, যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। তোমরা যখন একে অপরের দুশমন ছিলে তখন তিনি তোমাদের মধ্যে মনের মিল করে দিয়েছেন এবং তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গিয়েছো। তোমরা আগুনভরা এক গর্তের কিনারে দাঁড়িয়েছিলে, আলণ্ঢাহ তোমাদেরকে তা থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। এভাবেই আলণ্ঢাহ তাঁর নিদর্শন তোমাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। হয়ত (এসব নিদর্শন থেকে) তোমরা সফলতার পথ পেয়ে যাবে"।[৩২]

ইসলামী ব্যবস্থাপনায় পরিচালক নিজেকে মহান আলণ্ঢাহর প্রতিনিধি হিসেবে মনে করে। এই ব্যবস্থাপনা দৃষ্টান্ড়মূলক নেতৃত্বের মাধ্যমে বিকশিত হয়।[৩৩] এই ব্যবস্থাপনা একটি সয়ংক্রীয় ব্যবস্থাপনা। এতে আলণ্ঢাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই হলেন একমাত্র প্রভু। আর জীবনের সকল ক্ষেত্রে কেবল তাঁরই আদেশ পালন করা হলো বাধ্যতামূলক।

৫.৯. সময়মত সঠিক নির্দেশনা (Better direction in time)। ইসলামী ব্যবস্থাপনায় সময়মত সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা সঠিকভাবে পরিচালনাকে অত্যধিক গুর"ত্ব প্রদান করা হয়। পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নের ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে সঠিক নির্দেশনা না দিতে পারলে কাজের কাংখিত ফলাফল আশা করা যায় না। আলকোরআনের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহে এ বিষয়ে দিকনির্দেশনা খুঁজে পাওয়া যায়।

"নিশ্চয়ই রাতজাগা নাফসকে দমন করার জন্য খুব বেশি ফলদায়ক এবং (কোরআনকে) ঠিক মতো পড়ার জন্য বেশি উপযোগী"।[৩৪]

"নিশ্চয়ই সালাত (এমন এক ফারয যা) নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করার জন্য মু'মিনদের উপর হুকুম দেয়া হয়েছে"।[৩৫]

তাছাড়া প্রতিটি বস্তুকে প্রয়োজনানুপাতে পরিমিতভাবে সৃষ্টি করার কথা জানিয়ে মহান আলণ্ঢাহ বলেন:

"নিশ্চয়ই আমি প্রতিটি জিনিসকে পরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছি"।[৩৬]

মহান আলণ্ঢাহ প্রতিটি জিনিসকে শুধু পরিমিতভাবে সৃষ্টিই করেননি। বরং এগুলোর পরিচর্যা, পরিচালনা ও প্রতিবিধান ইত্যাদি সবই পরিমাণমত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

"আর যিনি আকাশ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে পানি নাযিল করেন এবং এর দ্বারা মরা যমীনকে জীবিত করেন। এভাবেই একদিন যমীন থেকে তোমাদেরকে বের করা হবে"।[৩৭]

"যদি আলণ্ঢাহ তাঁর সব বান্দাহকে অঢেল রিযক দান করতেন তাহলে তারা দুনিয়াতে বিদ্রোহের তুফান চালিয়ে দিতো। কিন্তু তিনি একটা নির্দিষ্ট হিসাব অনুযায়ী যতটুকু ইচ্ছা নাযিল করেন। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বান্দাহদের খবর রাখেন এবং তাদের দিকে লক্ষ্য রাখেন"।[৩৮]

"আমি আসমান থেকে ঠিক হিসাব মতো এক বিশেষ পরিমাণে পানি নাযিল করেছি। এরপর তা মাটিতে বসিয়ে দিয়েছি। আর আমি উহাকে যেভাবে ইচ্ছা গায়েবও করে দিতে পারি"।[৩৯]

"এমন কোন জিনিস নেই যার ভান্ডার আমার কাছে নেই। আর আমি যে জিনিসই নাযিল করি তা এক নির্দিষ্ট পরিমাণে নাযিল

করে থাকি" ।[৪০]

অতএব সময়মত সঠিক নির্দেশনা দিতে পারলেই ব্যবস্থাপনা সুন্দর হবে এবং এর দ্বারা কাংখিত ফলাফল আশা করা যাবে।

৫.১০. সমন্বিত প্রচেষ্টা সাধন (Making coordinated efforts)। ইসলামী ব্যবস্থাপনা একদল দক্ষ কর্মীবাহিনীকে মাঠে নামিয়ে দিয়েই ক্ষান্ড় হয়ে যায় না। বরং তাদের সকলের কাজের মাঝে সমন্বয় সাধনের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা চালায়। প্রত্যেকের যোগ্যতার কথা বিবেচনায় রেখে তাদের মাঝে সঠিক কর্মবন্টনের ব্যবস্থা করে। বান্দাদেরকে কোন দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে মহান আল- াহর রীতিও এটি। তিনি ইরশাদ করেন:

"আলণ্ঢাহ কোন মানুষের উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না। প্রত্যেক ব্যক্তি যে নেকী কামাই করেছে তার ফল তারই জন্য। আর যে পাপ সে করেছে তার পরিণামও তারই উপর" ।[৪১]

তাই কাউকে দায়িত্ব দেয়া এবং তার থেকে দায়িত্ব পালনের কৈফিয়ত নেয়া হতে হবে এই মানদন্ড বিবেচনায় রেখে। আর এ কারণেই নেতা বা দায়িত্বশীল যদি তার অধীনস্ড়দের সংশোধন ও সংরক্ষণের কাজে শৈথিল্য প্রদর্শন করে এবং তাদেরকে বিপথগামী হবার অবাধ সুযোগ দিয়ে দেয়, তবে মহান আলণ্ঢাহ কিয়ামাতের দিন সে জন্য তার কাছে কৈফিয়ত তলব করবেন। রাসূলুল- াহ সাল- াল- াহু 'আলাইহি ওয়া সাল- াম- এর অন্যান্য হাদীসেও একথার উলেণ্ঢখ পাওয়া যায়। যেমন-

হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা মা'কিল ইবনু ইয়াসার (রা.) এর শশ্রূষা করতে তার নিকট আসলাম। এমতাবস্থায় 'উবাইদুলণ্ঢাহ (রা.) আমাদের নিকট প্রবেশ করল। মা'কিল তখন তাকে বললেন: আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বলবো যেটি আমি রাসূলুলণ্ঢাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি মুসলিমদের সামষ্টিক জীবনের দায়িত্বশীল হয় এবং তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, আলণ্ঢাহ তার উপর জান্নাত হারাম করে দেন।[৪২]

অন্য হাদীসে এসেছে- 'আব্দুর রহমান ইবনু মা'কিল ইবনু ইয়াসার থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: আমি রাসূলুলণ্ঢাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়া সালণ্ঢামকে বলতে শুনেছি: যে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি মুসলিমদের কোন ধরনের দায়িত্বে নিয়োজিত হয়ে যদি তাদেরকে সেভাবে সদোপদেশ না দেয় যেভাবে দেয় নিজেকে/নিজের লোকদেরকে এবং তাদের কল্যাণে সেভাবে চেষ্টা না করে যেভাবে সে নিজের জন্য করে থাকে, তাহলে কিয়ামাতের দিন মহান আলণ্ঢাহ তার চেহারাকে অধোমুখী করে আগুনের উপর নিক্ষেপ করবেন।[৪৩]

ইবনু 'আব্বাসের বর্ণনায় বলা হয়েছে: অথচ সে নিজেকে ও নিজের পরিবার পরিজনকে যেভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে, সেভাবে তাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ করে না। (তাবারানী, কিতাবুল খারাজ)

৫.১১. শ্রমিক-পরিচালক সুসম্পর্ক (Good labour-management relations)। ইসলামী ব্যবস্থাপনায় পরিচালকের সাথে শ্রমিক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পর্ক হবে অত্যন্ড় নিবিড়। এখানে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের ভিতর দিয়েই পরস্পরের দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকারকে নিশ্চিত করা হবে। এখানে কেউ কাউকে অবহেলাও করবে না; আবার কেউ কারো উপর ছুরিও ঘুরাবে না। ব্যক্তির অধিনস্থ চাকর-চাকরানী কিংবা দাস-দাসীর ব্যাপারে রাসূলুলণ্ঢাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়া সালণ্ঢামের যে নির্দেশনা তা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উলেণ্ঢখ করা যায়। যেমন-

আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম ইরশাদ করেছেন: তোমাদের সেবকদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের সাথে সাযুজ্য হয়, তাদেরকে ঐ মানের আহার দান কর যা তোমরা গ্রহণ কর, ঐ মানের পরিধেয় দান কর যা তোমরা পরিধান কর। আর যদি তারা তোমাদের সাথে সাযুজ্য না হয়, তাহলে তাদেরকে বিক্রি করে দাও। কিন্তু কোনক্রমেই মহান আলণ্ঢাহর সৃষ্টিকে শাস্ড়িতে নিপতিত করো না।[৪৪]

অধিনস্থদের সাথে সদাচরণ ও সুসম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে নাবীর প্রতি মহান আলণ্ঢাহর যে নির্দেশনা তা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ইরশাদ করেন:

"(হে রাসূল!) এটা আলণ্ঢাহর বড়ই রহমত যে, আপনি এসব লোকের জন্য খুব নরম মেজাযবিশিষ্ট হয়েছেন। তা না হয়ে যদি আপনি কড়া হতেন ও পাষাণ মনের অধিকারী হতেন তাহলে তারা সবাই আপনার চারপাশ থেকে সরে যেতো। অতএব তাদের দোষ মাফ করে দিন, তাদের পক্ষে মাগফিরাতের দু'আ করুন" ।[৪৫]

অন্যত্র মহান আলণ্ঢাহ বলেন:

"আমি বিভিন্ন রকমের লোকদেরকে দুনিয়ার যেসব মাল সামান দিয়ে রেখেছি, আপনি সে সবের দিকে চোখ তুলেও দেখবেন না এবং তাদের অবস্থা দেখে আপনি মনে কষ্টবোধ করবেন না। (তাদেরকে বাদ দিয়ে) আপনি মু'মিনদের দিকে ঝুঁকুন"।[৪৬]

মহান আলণ্ঢাহ আরো বলেন:

"মু'মিনদের মধ্যে যারা আপনার আনুগত্য করে, তাদের সাথে নরম ব্যবহার কর"ন"।[৪৭]

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম ইরশাদ করেছেন: অধীনস্থ ব্যক্তির জন্য তার খাদ্য ও পরিধেয় বস্ত্রের অধিকার রয়েছে। আর তোমরা তাকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কোন দায়িত্ব অর্পন করবে না।[৪৮]

৫.১২. জবাবদিহিতা (Accountability) ইসলামী ব্যবস্থাপনার অত্য"ড় গুর"ত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে জবাবদিহিতা। প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে নিজ নিজ পরিসর ও কর্মক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে জবাবদিহী করতে হবে। ইসলামে এ জবাবদিহিতার ৪টি পর্যায় রয়েছে- ১. নিজের বিবেকের কাছে (to self) ২. জনগণের কাছে (to the people) ৩. ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে (to the higher authority) এবং ৪. আলণ্ঢাহর কাছে (to Allah) জবাবদিহিতা। ইসলাম সবাইকে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসে। এই চতুর্বিধ জবাবদিহিতার কারণ হচ্ছে– ইসলামের দৃষ্টিতে কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব, শাসনক্ষমতা ও ব্যবস্থাপনা এর প্রতিটিই একেকটি আমানাত। এ প্রসংগে একটি প্রসিদ্ধ হাদীস হচ্ছে নিম্নরূপ :

'আব্দুলণ্ঢাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুলণ্ঢাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম ইরশাদ করেছেন: জেনে রেখো, তোমরা প্রত্যেকেই একজন রাখাল (তত্ত্বাবধায়ক/অভিভাবক/দায়িত্বশীল) এবং তোমরা প্রত্যেকেই (নিজ নিজ দায়িত্বের ব্যাপারে) জিজ্ঞাসিত হবে। ইমাম বা শাসক যিনি মানুষদেরকে পরিচালনা করছেন, তিনি অভিভাবক/দায়িত্বশীল, তিনি তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন। একজন পুর"ষ তার পরিবারবর্গের উপর দায়িত্বশীল এবং তিনি (তার দায়িত্বের ব্যাপারে) জিজ্ঞাসিত হবেন। একজন নারীও তেমনি তার স্বামীর ঘরে দায়িত্বশীলা (রক্ষক) এবং তাদের স"ড়্নদের তত্ত্বাবধায়িকা, তিনিও (তার দায়িত্বের ব্যাপারে) জিজ্ঞাসিত হবেন। দাসও তার মনিবের সম্পদের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং সেও জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব খবরদার! তোমরা সকলেই (নিজ নিজ জায়গায়) দায়িত্বশীল এবং তোমরা সকলেই (নিজের অধীনস্ড় লোকদের ব্যাপারে) জিজ্ঞাসিত হবে।[৪৯]

দায়িত্ব থেকে জবাবদিহিতা উদগত হয়। ইসলাম সবাইকে Accountable করতে চায়। এজন্যই মানুষের প্রতি মুহূর্তের কাজ রেকর্ড হচ্ছে। কিরামান কাতিবীন এ রেকর্ড করছেন। আলকোরআন বলছে: "তাঁরা (হচ্ছেন) সম্মানিত লেখকবৃন্দ। তোমরা যা কিছু করছো সবই তাঁরা জানেন"।[৫০]

৫.১৩. দৃশ্যমানতা, স্বচ্ছতা (Transparency)। স্বচ্ছতা হচ্ছে তথ্যে সকলের অবাধ প্রবেশাধিকার। কোন সিদ্ধা"ড় বা কাজের ফলে যারা প্রভাবিত হয় তাদের সে সিদ্ধা"ড় বা সম্পর্কিত সকল বিষয় জানা, বুঝা, প্রয়োজনে সংগ্রহে রাখার সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করাই হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা। ইসলাম একটা দৃশ্যমান ব্যবস্থাপনা (Transparent management) চায়। তবে সবকিছু বলে দিতে হবে এমনটিও নয়। যা গোপন করার মত নয় তা গোপন করা হবে না। 'উমার ফার"ক (রা.) মাসজিদে নাবাবীতে খুতবা দিচ্ছিলেন, সে অবস্থায় তাকে প্রশ্ন করা হয়। তাই ইসলামী ব্যবস্থাপনায় মানুষের প্রশ্ন করার অধিকার থাকবে। নিচের হাদীসটিতে স্বচ্ছতার এক উজ্জল দৃষ্টা"ড় পরিলক্ষিত হয়। বর্ণিত হয়েছে:

আবূ হুমাইদ আস্সা'ইদী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম একবার ইবনুল লুতাইবাহ (রা.) কে বানূ সালীম গোত্রের সাদাকাহ আদায়ের জন্য পাঠালেন। ফিরে এসে সে তার আহরিত সাদাকার একটি অংশ জমা দিয়ে বললো- এটি আপনার (বাইতুল মালের) জন্য আর এগুলো আমাকে হাদিয়াহ দেয়া হয়েছে। (নাবী সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম রাগান্বিত হয়ে) বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন। অত:পর মহান আলণ্ঢাহর প্রশংসা শেষে বললেন: ঐসব লোকদের কী হলো, যাদেরকে আমরা আলণ্ঢাহর দেয়া দায়িত্ব থেকে কিছু দায়িত্ব অর্পন করি। তারপর (দায়িত্ব পালন শেষে এসে) তারা বলে: এটুকুন আপনাদের (বাইতুল মালের), আর এগুলো আমার জন্য দেয়া হাদিয়াহ? তারা তাদের বাবা/মায়ের কাছে বসে থেকে দেখুক তো সত্যিই তাদের কাছে এভাবে হাদিয়াহ আসে কি না?![৫১]

'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা.) একটি উক্তিও এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন: আমার নিযুক্ত কোন প্রশাসক যদি কারো প্রতি যুলম করে, আর এই যুলমের খবর আমার কাছে পৌঁছার পরও যদি আমি তার প্রতিকার না করি, তাহলে আমিই তার প্রতি যুলম করলাম।[৫২]

৫.১৪. কর্মসূচী বাস্ড়বায়নে দক্ষতা ও আন্ড়রিকতা (Efficiency and Dedication) থাকতে হবে। প্রতিটি কাজ দক্ষতার সাথে করতে হবে। কর্মপরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে পরিপূর্ণ আন্ড়রিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিতে হবে। কাজের ক্ষেত্রে এরূপ নিপুণতাই মহান রাব্বুল 'আলামীন পছন্দ করেন। হাদীসের পরিভাষায় এটিকেই বলা হয় 'ইহসান'। রাসূলুলণ্ঢাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়া সালণ্ঢামের এক হাদীস থেকেও এরূপ জানা যায়। তিনি বলেছেন: নিশ্চয়ই মহান আলণ্ঢাহর পছন্দ হচ্ছে যে, তোমরা কেউ যখন কোন কাজ কর তখন তা নিপুণতার সাথে করবে।[৫৩]

অন্য কথায়, মহান আলণ্ঢাহ এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথ সুন্দর ও উত্তমরূপে সম্পাদন করার নামই ইহসান। যেমন কোরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে:

"যে ব্যক্তি ইহসানকারী হয়ে আলণ্ঢাহর নিকট একান্ড়ভাবে আত্মসমর্পণ করে, সে তো মজবুত হাতল ধারণ করল। আর সমস্ড় কাজের ফলাফল তো আলণ্ঢাহরই ইখতিয়ারে"।[৫৪]

আলকোরআন ইহসানের উচ্চ মর্যাদা আরোপ করার পাশাপাশি ইখলাসকেও এর সাথে স্থান দিয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে:

"তার চেয়ে উত্তম দীনদার কে, যে আলণ্ঢাহর নির্দেশের সামনে মস্ড়ক অবনত করে সৎ কাজে নিয়োজিত থাকে একনিষ্ঠ হয়ে"।[৫৫]

অর্থাৎ উত্তম দীনদার সেই যে তার আমল কেবল আলণ্ঢাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত করে এবং সে হয় সৎকর্মশীল। মহান আলণ্ঢাহ একারণেই সকল কাজে ইহসান তথা নিপূণতা ও একাগ্রতাকে অবধারিত করেছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে:

মহান আলণ্ঢাহ সবকিছুতেই ইহসানকে অবধারিত করে দিয়েছেন।[৫৬]

স্বর্ণযুগের মুসলিমরা অত্যন্ড় দক্ষ ছিলেন। দক্ষ ও উত্তম মানের ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা বা সহযোগী হওয়ার আর কোন বিকল্প নেই। ইসলামী ব্যবস্থাপনা একজন কর্মীর মধ্যে দুই দুইবার জবাবদিহীর অনুভূতি জাগ্রত করে। একবার সে তার উর্ধতন কর্তা/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার কাছে জবাবদিহী করবে, আর আরেকবার করবে পরকালে তার মহান স্রষ্টার কাছে।

৫.১৫. পরামর্শ ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (Consultation based management) । পরামর্শ করা ও পরামর্শ দেয়া ইসলামী ব্যবস্থাপনার এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই ব্যবস্থাপনায় ব্যবস্থাপক এবং তার অধীনস্থ উভয়ের প্রতি নির্দেশ হলো পরামর্শ আদান-প্রদান করা। এ প্রসঙ্গে নাবীর প্রতি মহান আলণ্ঢাহর নির্দেশনা অত্যন্ড় স্পষ্ট। তিনি ইরশাদ করেন:

"(হে রাসূল!) এটা আলণ্ঢাহর বড়ই রহমত যে, আপনি এসব লোকের জন্য খুব নরম মেজাযবিশিষ্ট হয়েছেন। তা না হয়ে যদি আপনি কড়া হতেন ও পাষাণ মনের অধিকারী হতেন তাহলে তারা সবাই আপনার চারপাশ থেকে সরে যেতো। অতএব তাদের দোষ মাফ করে দিন, তাদের পক্ষে মাগফিরাতের দু'আ করুন এবং দীনের কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। তারপর যখন আপনি কোন মতের উপর মযবুত সিদ্ধান্ড় পৌঁছেন তখন আলণ্ঢাহর উপর ভরসা করুন। আলণ্ঢাহ ঐসব লোককে ভালোবাসেন, যারা তাঁরই ভরসায় কাজ করে"।[৫৭]

ইসলামী ব্যবস্থাপনা (Participative) অংশগ্রহণ মূলক। মহান আলণ্ঢাহ পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ড়গ্রহণকারী মু'মিনদের গুণকীর্তন করে ঘোষণা করছেন:

"আর যারা তাদের রবের হুকুম মেনে চলে ও সালাত কায়েম করে এবং তাদের সব বিষয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ড় নেয় ও আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে"।[৫৮] অর্থাৎ যাবতীয় কর্মকা- সম্পাদনে পারস্পরিক পরামর্শই হয় তাদের কর্মপন্থা।

সিদ্ধান্ড়গ্রহণের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যবস্থাপনায় এ নীতিটি অনুসৃত হতে হবে। ইসলাম সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশে সকলের সাথে পরামর্শক্রমে যৌথভাবে কোন কিছু করার বা না করার সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করে। কোন সিদ্ধান্ড় গৃহীত হবার পরে তাতে কারো দ্বিমত পোষণ করা চলে না।

৫.১৬. ন্যায্য বেতন/মজুরী ও ভাতা নির্ধারণ (Fair wages and benefits)। ইসলাম প্রত্যেক কর্মীকে তার কর্মের যথাযথ বদলা দেয়। বান্দাহদের বেলায় এটিই মহান আলণ্ঢাহর রীতি। তিনি চান যে বান্দারাও যেন পরস্পরের মাঝে এই রীতি অবলম্বন করে চলে। মহান আলণ্ঢাহ ইরশাদ করেন:

"অত:পর যে বিন্দু পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে বিন্দু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সে তা

দেখতে পাবে" ।[৫৯]

ইসলামী ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেকের প্রতিটি কাজকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়। আর এক্ষেত্রে কোনরূপ কালবিলম্ব এবং গরিমষির কোন সুযোগ নেই। এই প্রসঙ্গে রাসূলুলণ্ঢাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম থেকে সুস্পষ্ট বর্ণনা বিদ্যমান।

'আব্দুলণ্ঢাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুলণ্ঢাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম ইরশাদ করেছেন: ঘাম শুকাবার আগেই শ্রমিককে তার মজুরী দিয়ে দাও ।[৬০]

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে মারফূ' সানাদে বর্ণিত যে, রাসূলুলণ্ঢাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম ইরশাদ করেছেন: ঘাম শুকাবার আগেই শ্রমিককে তার মজুরী দিয়ে দাও। আর কাজে থাকা অবস্থায়ই তাকে তার মজুরী সম্পর্কে অবহিত কর ।[৬১]

ইসলামী ব্যবস্থাপনায় একজন কর্মীর কাজের যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়। প্রতিটি কর্মীকেই প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান সম্পদ বিবেচনা করা হয় এবং মনে করা হয় যে, ধর্ম-বর্ণ, গোত্র-বংশ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ মহান আলণ্ঢাহর সৃষ্টি। তাই এদের সকল মানবিক চাহিদা মেটাবার ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে করতে হবে। আবূ হুরাইরাহ (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুলণ্ঢাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু 'আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম ইরশাদ করেন:

তারা তোমাদের ভাই। আলণ্ঢাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। কাজেই আলণ্ঢাহ যার ভাইকে তার অধীনস্থ করে দিয়েছেন, তার উচিত তাকে তাই খাওয়ানো যা সে নিজে খায় এবং তাকে তাই পরানো যা সে নিজে পরে। আর তাকে এমন কর্মভার দেবে না, যা তার সাধ্যাতীত। যদি কখনো তার উপর অধিক কর্মভার চাপানো হয়, তবে সে যেন তাকে সাহায্য করে ।[৬২]

৫.১৭. প্রতিযোগিতামূলক কর্মপরিবেশ সৃষ্টি (Creating Competitive environment)। ইসলামী ব্যবস্থাপনায় নেককাজে প্রতিযোগিতাকে একটি কমন স্ট্রাটেজি বা সাধারণ কৌশল (Competition is a common strategy in good deeds) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যাবতীয় সৎ ও কল্যাণের কাজে ইসলাম পরস্পরে প্রতিযোগিতা করতে বলে এবং একে অপরকে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেয়। আর অন্যায় ও অসততার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা না করার নির্দেশ দেয়। আল কোরআন বলছে:

"তোমরা নেক কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে একে অপরের সাথে সহযোগিতা করো। গুনাহের কাজ ও বাড়াবাড়িতে একে অপরের সহযোগিতা করবে না" ।[৬৩] অন্যত্র মহান আলণ্ঢাহ বলেন:

"প্রত্যেকের জন্যই একটা দিক আছে, যেদিকে সে মুখ করে থাকে। কাজেই যা ভালো সেদিকে একে অপরের আগে এগিয়ে চলো। তোমরা যেখানেই থাকবে আলণ্ঢাহ তোমাদের সবাইকে নাগাল পাবেন। নিশ্চয়ই আলণ্ঢাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান" ।[৬৪] মহান আলণ্ঢাহ আরো বলেন:

"কাজেই তোমরা নেক কাজে একে অপরের চেয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করো। (শেষ পর্যন্ড়) তোমাদের সবাইকে আলণ্ঢাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে (ঐসব বিষয়ে আসল সত্য) জানিয়ে দেবেন, যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করেছিলে" ।[৬৫]

৫.১৮. ইসলামের সীমার মধ্যে থেকে চিন্ড়া ও কর্মের স্বাধীনতা (Freedom of thinking and performing within the framework of Islam)। ইসলাম কর্মের স্বাধীনতার পাশাপাশি ব্যক্তিকে বৈধ উপায়ে অঢেল সম্পদের মালিক হওয়ারও সুযোগ দেয়। ব্যক্তি তার কর্মস্পৃহা, কর্মদক্ষতা ও ঐকান্ড়িক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিপুল সম্পদের মালিক হলে ইসলাম তাতে বাধ সাজে না। ইসলাম শুধু তাকে নির্দেশ দেয় যে, তার উপার্জন যেন অবশ্যই বৈধ পন্থায় হয় এবং সে যেন নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের ২.৫% হারে বছরে একবার মহান আলণ্ঢাহর নির্ধারিত খাতে দিয়ে দেয়। তাতে তার অবশিষ্ট সম্পদগুলো পবিত্র হবে এবং মহান আলণ্ঢাহ তাতে বরকত প্রদান করবেন।

ইসলামী ব্যবস্থাপনায় চিন্ড়া-গবেষণা ও মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা বিদ্যমান। রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তি থেকে শুর" করে একজন সাধারণ নাগরিক পর্যন্ড় এবং অফিসের প্রধান থেকে শুর" করে সর্বনিম্ন স্ড়রের কর্মচারী পর্যন্ড় সকলেরই চিন্ড়া ও কর্মের

পরিপূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। ইসলামের সীমার মধ্যে থেকে প্রত্যেকেই এই স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে। আর আপন আপন কৃত কর্মের আলোকে প্রত্যেকেই ফল ভোগ করবে। মহান আলণ্ঢাহ বলেন:

"আর যে নেক আমল করবে, সে পুর"ষ হোক বা নারী হোক, যদি সে মু'মিন হয়, তাহলে এমন লোকেরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের বিন্দু পরিমাণ হকও নষ্ট হতে দেয়া হবে না"।[৬৬]

৫.১৯. হিকমাত বা উত্তম কৌশল (Hikmah) অবলম্বন। উত্তম কৌশল ইসলামী ব্যবস্থাপনার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। আলণ্ঢাহর রহমত ও বরকত তারাই প্রাপ্ত হন যারা উত্তম কৌশল নিয়ে ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা করেন। যে কোন কাজের ক্ষেত্রে বাস্ড়বতাকে মূল্যায়ন করেই কৌশল নির্ধারণ করতে হয়। মহান আলণ্ঢাহ বলেন:

"(হে নাবী!) হিকমাত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আপনি মানুষকে আপনার রবের পথে ডাকুন। আর তাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে হলে সুন্দরভাবে কর"ন। আপনার রবই বেশি জানেন যে, কে তাঁর পথ থেকে সরে আছে, আর কে সঠিক পথে আছে"।[৬৭]

ইসলামী ব্যবস্থাপনায় সম্পদকে পরিচালক এবং ভোক্তার কাছে মহান আলণ্ঢাহর আমানাত বলে গণ্য করা হয়। এই ব্যবস্থাপনা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনে পরিব্যাপ্ত। এই ব্যবস্থাপনার বাস্ড়ব দৃষ্টান্ড় হলো- রাসূলুল- াহ সাল- াল- াহু 'আলাইহি ওয়া সাল- াম এবং তাঁর সাহাবীগণ।

৫.২০. চূড়ান্ড় লক্ষ্য হবে আলণ্ঢাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালীন কল্যাণ লাভ (Ultimate aim and objective is to have blessings and pleasure of Allah in here and hereafter)। ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ব্যবস্থাপনায় ইহকালীন কর্মকা"ের জন্য পরকালীন মুক্তি বা শাস্ড়ির এমন দ্ব্যর্থহীন বা দৃঢ় ঘোষণা দেয়া হয়নি। ইসলামে যাবতীয় কল্যাণকর উদ্যোগ বা হালাল ব্যবস্থাপনা কর্মকা"ের জন্য ইহকালীন কল্যাণের সুসংবাদের পাশাপাশি পারলৌকিক জীবনেও আলণ্ঢাহর সন্তুষ্টি ও পুরস্কার প্রাপ্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এমনকি ইহকালীন কল্যাণে কোনরূপ কমতি বা ঘাটতি প্রশ্নাতীতভাবে মেনেও নেয়া হয় কেবল পারলৌকিক মুক্তি ও কল্যাণের কথা বিবেচনা করে। মহান আলণ্ঢাহ বলেন:

"আলণ্ঢাহ তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের ঘর বানাবার ধান্দা করো। আর দুনিয়া থেকেও নিজের হিস্যার কথা ভুলে যেও না। আলণ্ঢাহ তোমার উপর যেমন দয়া করেছেন, তুমিও (মানুষের প্রতি) তেমনি দয়া করো। পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না। নিশ্চয়ই আলণ্ঢাহ বিশৃংখলাকারীদেরকে পছন্দ করেন না"।[৬৮]

অতএব, ইসলামী ব্যবস্থাপনায় নেতা ও কর্মী, তত্ত্বাবধায়ক ও তার অধীনস্থ কর্মচারী সকলেরই মূল লক্ষ্য হবে মহান আলণ্ঢাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন মুক্তি। তবে ইহকালীন সুখ-সুবিধা ও যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ এক্ষেত্রে কোনরূপ বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

৬. উপসংহার

ইসলামে জীবন হলো ইহলৌকিক ও পারলৌকিক এই দ্বিমাত্রিক স্ড়রের এক অবিভাজ্য রূপ। তাই ইসলামী ব্যবস্থাপনা এই উভয় স্ড়রের সমন্বয়ে গঠিত এবং উভয় স্ড়রের কল্যাণ নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। মহান আলণ্ঢাহ হলেন সৃষ্টিজগতের মহাব্যবস্থাপক। তিনি এক সুনিপূণ পরিকল্পনার ভিত্তিতে গোটা সৃষ্টিকে সুশৃংখলভাবে পরিচালনা করছেন। এক্ষেত্রে কেবল মানুষের বেলায় তিনি সীমিত পরিসরে এক বিশেষ স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। তবে তাকে নিরংকুশ স্বাধীনতা না দিয়ে বিশেষ নীতিমালা বাতলে দিয়েছেন যাতে সে এর ভিত্তিতে পরিকল্পিত সাংগঠনিক কাঠামো দিয়ে জবাবদিহীতামূলক সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ফলশ্র"তিতে একটি সৌহার্দপূর্ণ ও সুশৃংখল সামাজিক কাঠামো গড়ে উঠে এবং তার ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত হয়।

ইসলামী ব্যবস্থাপনায় ইসলামের যাবতীয় নীতিমালার আলোকে পরস্পরের যৌথ উদ্যোগ ও সহযোগিতার ভিত্তিতে কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে সকল হালাল উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের উপর গুর"ত্বারোপ করা হয়। ফলে সকলের সার্বিক জীবনাচার সহজতর ও আরামপ্রদ হয়। উর্ধতনের সাথে প্রভুত্বের সম্পর্ক না হয়ে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক হয়। কাজের ফলাফল এবং দায়ভারে সকলেই

অংশগ্রহণ করে। অপরের প্রতি সুবিচার করা ও তার থেকে সুবিচার পাওয়া নিশ্চিত হয়। যা বৈধ ও কল্যাণকর তা অর্জনের চেষ্টা করাই এই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য হয়।

তথ্যসূত্র :

[১] নিঃসন্দেহে (মানুষের) জীবন বিধান হিসেবে আলণ্ডাহর কাছে ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা। (আল-কোরআন: সূরা আলি 'ইমরান, ৩:১৯)

[২] আমি (আমার) গ্রন্থে বর্ণনা বিশেণ্ডষণে কোন কিছুই বাকী রাখিনি। (আল-কোরআন : সূরা আল আন'আম, ৬:৩৮)

[৩] আল-কোরআন: সূরাইয়া সীন, ৩৬:৪০

[৪] ড. এম এ মান্নান ও ড. মো. আতাউর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচিতি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ প্রকাশিত, ঢাকা-১৯৯৬, পৃ-৫

[৫] ড. আনোয়ার হোসেন ও মো. জাকির হোসেন, ব্যবস্থাপনা নীতি, স্কুল অব বিজনেস, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, জানুয়ারী-১৯৯৬, পৃ.-৩

[৬] Louis A. Allen, Management and Organization (Tokyo : McGraw-Hill, 1958) p-4

[৭] উদ্ভুত ব্যবস্থাপনার ধারণা ও মূলনীতি (প্রবন্ধ), প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল,বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইউস্টিটিউট প্রকাশিত, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বোর্ড বাজার, গাজীপুর, ১০ জুন ২০০৪, পৃ-৩৩

[৮] হেনরী ফ্যায়ল ছিলেন ফ্রান্সের শিল্পপতি। সাধারণ ব্যবস্থাপনা নীতির ওপর তাঁর দৃঢ় পর্যবেক্ষণ ফরাসী ভাষায় 'শিল্প ও সাধারণ পরিচালনা (Administration, industrial & generale) নামে বই আকারে ১৯৯৬ সালে প্রথম জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়।

[৯] Henri Fayol, General and Industrial Management, Sir Isaac Pitman and sons, London, 1949. উদ্বৃত ড. শহীদ উদ্দিন আহমদ, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নভেম্বর ১৯১৭, পৃ. ২৭-২৮

[১০] G.R Terry, Principles of Management, Richard d. Irwin Inc, Homewood, Illinois, 1975 c,,. 4

[১১] ড. এম এ মাননান ও ড. মো. আতাউর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচিতি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ প্রকাশিত, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ.৬

[১২] আল-কোরআন: সূরা আলবাকারাহ, ২:২৮২

[১৩] আল-কোরআন: সূরা যুখর"ফ, ৪৩:৩২

[১৪] ড. মো. গোলাম মহিউদ্দীন, ইসলামিক ম্যানেজমেন্ট, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০০৯, পৃ. ২

[১৫] ড. মো. আতাউর রহমান, ইসলামিক ম্যানেজম্যান্ট এন্ড বিজনেস (ট্রেনিং প্রবন্ধ) পৃ. ১

[১৬] ড. সাইয়েদ মুহাম্মদ আতাহার, ইসলামিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড বিজনেস, নকশা পাবলিকেশন্স, চকবাজার, চট্টগ্রাম, মে ২০০৭, পৃ. ৭

[১৭] আল-কোরআন: সূরা আলআন'আম, ৬:১৫৩

[১৮] মুয়াত্তাল ইমাম মালিক (মিসর: তা.বি. দার" এহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী), খ. ২, পৃ. ৮৯৯, হাদীস নং- ১৫৯৪

[১৯] আল-কোরআন: সূরা আলহুজুরাত, ৪৯:৯

[২০] আলমুসতাদরাক 'আলা আস্সাহীহাইন (বৈরূত: দার"ল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১১হি.), খ. ২, পৃ. ৬৬, হাদীস নং- ২৩৪৫

[২১] আল-কোরআন: সূরা আলমুতাফ্ফিফীন, ৮৩:১-৩

[২২] আল-কোরআন: সূরা আলআনফাল, ৮:৬০

[২৩] আল-কোরআন: সূরা আলবাকারাহ, ২:২৭২

[২৪] সাহীহ মুসলিম (বৈরূত: তা.বি. দার" এহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী), খ. ৩, পৃ. ১২১৯, হাদীস নং- ১৫৯৯

[২৫] আল-কোরআন: সূরা আলি 'ইমরান, ৩:১৯০-১৯১

[২৬] আল-কোরআন: সূরা আল মায়িদাহ, ৫:২

[২৭] আল-কোরআন: সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭:১৩-১৪

[২৮] আল-কোরআন: সূরা আলইসরা, ১৭:৭০

[২৯] সাহীহুল বুখারী (বৈরূত: দার ইবনি কাসীর, ১৪০৭হি.), খ. ৩, পৃ. ১২৮৮, হাদীস নং- ৩৩০৪

[৩০] আল-কোরআন: সূরা আলি 'ইমরান, ৩:১৫৯

[৩১] আল-কোরআন: সূরা আশ্ শুরা, ৪২:৩৮

[৩২] আল-কোরআন: সূরা আলি 'ইমরান, ৩:১০৩

[৩৩] Noor, I. (1999), Prophet Muhammad's Leadership, Malaysia: Utusan Publications, P.5.

[৩৪] আল-কোরআন: সূরা আল মুয্যাম্মিল, ৭৩:৬-৭

[৩৫] আল-কোরআন: সূরা আন্ নিসা, ৪:১০৩

[৩৬] আল-কোরআন: সূরা আলকামার, ৫৪:৪৯

[৩৭] আল-কোরআন: সূরা আয্যুখরুফ, ৪৩:১১

[৩৮] আল-কোরআন: সূরা আশ্শূরা, ৪২:২৭

[৩৯] আল-কোরআন: সূরা আলমু'মিনূন, ২৩:১৮

[৪০] আল-কোরআন: সূরা আলহিজর, ১৫:২১

[৪১] আল-কোরআন: সূরা আলবাকারাহ, ২:২৮৬

[৪২] সাহীহুল বুখারী (বৈরূত: দার ইবনি কাসীর, ১৪০৭হি.), খ. ৬, পৃ. ২৬১৪, হাদীস নং- ৬৭৩২

[৪৩] আল মু'জামুস সাগীর (বৈরূত: আলমাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫হি.), খ. ১, পৃ. ২৮২, হাদীস নং- ৪৬৫

[৪৪] মুসনাদ আহমাদ (মিসর: তা.বি. মুআস্সাসাতু কুরতুবা), খ. ৫, পৃ. ১৭৩, হাদীস নং- ২১৫৫৪

[৪৫] আল-কোরআন: সূরা আলি 'ইমরান, ৩:১৫৯

[৪৬] আল-কোরআন: সূরা আল হিজর, ১৫:৮৮

[৪৭] আল-কোরআন: সূরা আশ্ শু'আরা, ২৬:২১৫

[৪৮] মুসান্নাফ 'আব্দুর রায্যাক (বাবু দারবিন্ নিসা ওয়াল খাদাম), (বৈরূত: আলমাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩হি.), খ. ৯, পৃ. ৪৪৮, হাদীস নং- ১৭৯৬৭

[৪৯] সাহীহুল বুখারী (বৈরূত: দার ইবনি কাসীর, ১৪০৭হি.), খ. ৬, পৃ. ২৬১১, হাদীস নং- ৬৭১৯

[৫০] আল-কোরআন: সূরা আলইনফিতার: ৮২:১১-১২

[৫১] মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবাহ (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রশদ, ১৪০৯হি.), খ. ৪, পৃ. ৪৪৪, হাদীস নং- ২১৯৬২

[৫২] কানযুল 'উম্মাল (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৯), খ. ১২, পৃ. ২৯৪, হাদীস নং- ৩৬০০৮

[৫৩] আত্-তাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত (কায়রো: দারুল হারামাইন, ১৪১৫হি.), প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭৫

[৫৪] আল-কোরআন: সূরা লুকমান, ৩১:২২

[৫৫] আল-কোরআন: সূরা আন্নিসা, ৪:১২৫

[৫৬] আলমু'জামুল কাবীর (আলমুসিল: মাকতাবাতুয যাহরা, ১৪০৪হি.), খ. ৭, পৃ. ২৭৫, হাদীস নং- ৭১১৮

[৫৭] আল-কোরআন: সূরা আলি 'ইমরান, ৩:১৫৯

[৫৮] আল-কোরআন: সূরা আশ্ শূরা, ৪২:৩৮

[৫৯] আল-কোরআন: সূরা যিলযালাহ, ৯৯:৭-৮

[৬০] সুনান ইবন মাজাহ (বৈরূত: তা.বি. দারুল ফিকর), খ. ২, পৃ. ৮১৭, হাদীস নং- ২৪৪৩

[৬১] সুনান আলবাইহাকী (মাক্কাহ: দারুল বায, ১৪১৪হি.), খ. ৬, পৃ. ১২০, হাদীস নং- ১১৪৩৪

[৬২] দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, (ইফাবা গবেষণা- ৪২, প্রকাশনা- ১৯৭৯/৬), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, জুন ২০০০, পৃ. ৪৩৯

[৬৩] আল-কোরআন: সূরা আলমায়িদাহ, ৫:২

[৬৪] আল-কোরআন: সূরা আলবাকারাহ, ২:১৪৮

[৬৫] আল-কোরআন: সূরা আলমায়িদাহ, ৫:৪৮

[৬৬] আল-কোরআন: সূরা আন্ নিসা, ৪:১২৪

[৬৭] আল-কোরআন: সূরা আন্ নাহল, ১৬:১২৫

[৬৮] আল-কোরআন: সূরা আল কাসাস, ২৮:৭৭